উন্নয়ন ও অসমতায় ভোক্তার অধিকার ও ক্যাব (CAB) এর ভূমিকা

ভূমিকা

প্রথমেই যেটা পরিষ্কার করা দরকার--ঃ ব্যক্তি মানুষ মাত্রেই "ভোক্তা"। তাকে তার শরীর ধারণের জন্য এবং শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার জন্য প্রকৃতি থেকে ভোগোপযোগী পুষ্টিকর, সুস্বাদু, ভারসাম্যপূর্ণ একটি খাদ্য সমষ্টি প্রহণ করতে হয়। তবে প্রকৃতিতে এসব জিনিষ বিনা মূল্যে এবং সুবিন্যস্ত ভাবে পাওয়া যায় না। বাজার অর্থনীতিতে তা বিভিন্ন প্রণালীতে দেশ-বিদেশ থেকে ক্রয় করে, সংগ্রহ করতে হয়। সে জন্য ব্যক্তির ক্রয় ক্ষমতা ও বাণিজ্যিক সংযোগ থাকতে হবে। তবে স্বয়ং সম্পূর্ণ ব্যক্তি নিজেই উৎপাদন করে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। আদিম অর্থনীতিতে অতীতে তাই ছিল। তারা ছিলেন বিনিময়-হীন বাজার-হীন অসমতাহীণ সমাজ।

সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমান আধুনিক যুগে বাজার ব্যবস্থার অধীনে ভোক্তার ন্যূনতম অধিকারগুলি কি হতে পারে?

একজন ভোক্তার শরীর ও মনকে সুস্থ-সবল-সচল-কর্মক্ষম রাখার জন্য ভোক্তাকে অবশ্যই

ক) প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য সমষ্টি বাজার থেকে ক্রয় করার অধিকার ও ক্ষমতা থাকতে হবে।

খ) ঐ অধিকার কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম আয় উপার্জনের সক্ষমতা তার থাকতে হবে।

গ) যদি সে অনোপার্জিত আয়ের অধিকারী না হয় (সুদ-মুনাফা-খাজনা, ইত্যাদি) তাহলে নিজে খেটে তাকে রোজগার করতে হবে এবং সে জন্য তার প্রয়োজনীয় শিক্ষা, কর্ম দক্ষতা এবং কর্মস্পৃহাও থাকতে হবে।

এক কথায় বলা যায় "ভোক্তার অধিকারের অর্থ হচ্ছে–:

ক) ভোগের অধিকার
+
খ) আয়ের অধিকার
+
গ) কর্মের অধিকার
+
ঘ) শিক্ষার অধিকার

} = সামগ্রীক সক্ষম নাগরিকত্ব

এই চারের মধ্যে রয়েছে পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট (Inter Penetrated) ঘনিষ্ট সম্পর্ক। বস্তুতঃ প্রশিক্ষিত কর্মের অধিকার না থাকলে ভাল আয়ের অধিকার কার্যকরী হয় না এবং ভাল আয়ের অধিকার না পেলে ভাল ভোগের অধিকারও পাওয়া যায়

না। আদিম মানুষ অল্প জ্ঞান, আদিম প্রযুক্তি দিয়ে আদিম কাজ, অল্প আয় ও অল্প ভোগ নিয়ে আদিম অবস্থাতেই বহুকাল কাটাতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য আদিম সমাজ অনুন্নত হলেও কোন অসমতা বা শ্রেণী দ্বন্দ্ব ছিল না।

আধুনিক যুগে সমাজতান্ত্রিক সমাজে যেখানে কর্ম ও আয়ের সার্বজনীন অধিকার স্বীকৃত সেখানে মানুষের পকেটে কম-বেশী আয় থাকে। যদিও ঐ আয়ে সর্বসাধারনের বিলাসী ভোগ সম্ভব হয় না কারণ এসবের সরবরাহের অভাবে (কেন্দ্রীভূত পরিকল্পিত অর্থনীতিতে তা সাধারণ সত্য।) মানুষের পকেটে সেখানে টাকা আছে কিন্তু দোকানের শেলফ্ প্রায়ই খালি থাকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় পার্টিটি দুর্নীতি গ্রস্থ হলে বিশিষ্ট পার্টি-শপে শুধু মাত্র বিশিষ্ট পার্টি নেতারাই বিলাস পণ্য ভোগ করার সুযোগ পান। পুঁজিবাদী মুক্ত বাজারে অবশ্য বিলাসপন্যের ঘাটতি না থাকলেও উল্টো একটা ত্রুটি রয়েছে। সেখানে দেখা যায় দোকানের শেলফে্ থরে থরে, সব কিছুই সাজানো রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের পকেটে টাকা না থাকায় তারা তা কিনতে পারছেন না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমাজতন্ত্রে "প্রাচুর্যের অভাই" একটি প্রধান সমস্যা, আর ধণতন্ত্রে নিদারুন "অসমতাই" প্রধান সমস্যা।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অধীনে ভোক্তাদের অধিকার ঐতিহাসিকভাবে কেন এরকম বিপরীত মেরুর রূপ ধারণ করলো সেটা নিয়ে অর্থনীতিবিদ্রা এতোদিনে গবেষণা চালিয়ে কিছু কিছু সূত্র বার করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের Diagnosis হচ্ছে কোন একটি সমাজে যদি আয় ও কর্মক্ষেত্রে মানুষে-মানুষে সুযোগের বৈষম্য বেশী থাকে তাহলে ভোগের ক্ষেত্রেও অসমতা বেশী থাকবে। যেমনটি পুঁজিবাদী সমাজে হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা হতেই থাকবে। উপরন্তু মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে মুনাফাই যেহেতু চালিকা শক্তি সেহেতু মুনাফা ভোগীদের আয় সর্বদাই মজুরী/বেতন ভোগীদের আয়ের তুলনায় বেশী থাকবে। তবে সেখানে মোট উৎপাদন, মুনাফার লোভে ও প্রতিযোগিতার কারণে ক্রমাগত হয়তো বাড়বে এবং ধণীদের হাতে মুনাফা, খাজনা ও সুদ মিলিয়ে সম্পদ ও আয় অত্যধিক জমা হবে। সেই টাকা ভোগের জন্য ব্যয় না করলে দোকানে অনেক পন্য অবিক্রীত থেকে যাবে। পক্ষান্তরে নিম্নবিত্ত মজুরী ও বেতন ভোগীরা সীমিত ভোগ করবেন এবং তার মধ্যে কম দামী নিত্য ব্যবহার্য পণ্য গুলিই হয়তো বেশী থাকবে (বিলাস পণ্য এবং পুঁজি পণ্য না)। ধণীদের চাহিদা পুরণের পর বাকি পণ্য বিক্রী না হলে, অতি উৎপাদনের সংকট দেখা দিবে। তাই পুঁজিবাদে উন্নয়ন হবে, পাশাপাশি অসমতা বাড়বে এবং প্রাচুর্যের মধ্যেই সংকট ও অভাবের সহাবস্থান, পরিলক্ষিত হবে। ব্যবসা চক্রের কারণে এক সময় পুঁজিবাদী উন্নয়নেও মন্দা-স্থবীরতা নেমে আসবে যদি না কোন যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবদী কৌশল দিয়ে তা ঠেকিয়ে দেয়া না হয়। পুঁজিবাদ সম্পর্কে উল্লিখিত পুরো বিশ্লেষণটি বহু আগে কার্ল মার্কস করেছিলেন এবং এর সত্যতা কম-বেশী প্রমাণিত হয়েছে।

অন্যদিকে আমরা সমাজতন্ত্রে দেখেছি সকলের জন্য একটি ন্যূনতম মাত্রার কাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয় ও ভোগ রাষ্ট্র কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে যে বিশাল আমলাতন্ত্র, দুর্নীতি, পার্টি "এপারচিক"

গড়ে উঠেছিল, যে অনমনীয় প্রতিযোগিতাহীন সরবরাহ অদক্ষতা ও আবদ্ধ অর্থনীতি (Closed Economy) গড়ে উঠেছিল তাতে এক ধরণের "স্থবীর সমতা" বা "উন্নয়নহীন সমতা" তৈরী হয়েছিল। সমাজতন্ত্র বিশেষ করে সোভিয়েত ও সোভিয়েত অনুসারী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিগুলি স্থবীর হয়ে আটকে গিয়েছিল বলে পরবর্তীতে তারা নিজেরাই স্বীকার করেছেন।

তবে সংস্কারের মাধ্যমে পুঁজিবাদ যেমন নিজের এই "আত্যন্তিক" বা "কাঠামোগত" সমস্যার সমাধান করতে আজও চেষ্টা করে চলেছে এবং যে কারণে স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশে বা জাপানে পুঁজিবাদ যেমন একটু ভিন্ন সহনীয় চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে, তেমনি সমাজতন্ত্রিক দেশগুলিতেও সংস্কারের মাধ্যমে স্থবীরতা, বিচ্ছিন্নতা, ব্যক্তিগত উদ্যোগের অভাব, অদক্ষতা ও প্রতিযোগিতার অভাব দূর করে প্রাচুর্যশীল আধুনিক সমাজতন্ত্র তৈরীর প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে ও চলছে। "বাজার সমাজতন্ত্র", "সামাজিক গণতন্ত্র" ইত্যাদি বাহারি নাম ধারণ করে চীনে, ভিয়েতনামে, কিউবায়, এসব সংস্কারের পরীক্ষা-নীরিক্ষা অব্যাহত রয়েছে। শেষ কথা বলার সময় এখনো আসে নি।

আমরা বর্তমানে এই বৈশ্বিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আমাদের মিশ্র অর্থনীতির দেশে কি ব্যবস্থা নিলে ভোক্তার অধিকারের অসমতা কমিয়ে আনতে পারবো এবং একই সাথে ভোক্তাদের গড় জীবনমানের সমৃদ্ধি সাধন করতে পারবো– সেটিই হচ্ছে আজকে আমাদের সামনে জ্বলন্ত প্রশ্ন? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের উপর নির্ভর করছে আমাদের আগামী দিনের অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতির ভবিষ্যত রূপকল্প। এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আমরা ভোক্তার অধিকার বাস্তবায়নে ভোক্তা বান্ধব অর্থনীতি, ভোক্তা বান্ধব সমাজনীতি ও ভোক্তা বান্ধব রাজনীতির জন্য রূপকল্পটি কি এবং করণীয় কি তা তুলে ধরার চেষ্টা করবো। উপসংহারে এসব করণীয়র সংগে অসমতা হ্রাস ও উন্নয়নের গতি বৃদ্ধির যুগপৎ ঘনিষ্ট সম্পর্কটি তুলে ধরবো। দেখাতে চেষ্টা করবো যে ভোক্তার অধিকার সার্বজনীন করতে হলে শুধু সাধারণ গড়-পরতা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্বারা তা হবে না। প্রবৃদ্ধি ভোক্তা অধিকারের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব শর্ত (Necessary Precondition) হতে পারে, কিন্তু যথেষ্ট পূর্ব শর্ত নয়। সে জন্য লাগবে ভোক্তা বান্ধব অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতি।

ভোক্তা বান্ধব অর্থনীতি সাধারণ চালচিত্র

ধরুন প্রথমে ন্যুনতম ২২০০ ক্যালরির পরিমাণ শক্তি উৎপাদনকারী ভোগ আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আমরা নিশ্চিত করতে চাই অর্থাৎ দেশকে যদি আমরা প্রচলিত সংজ্ঞায় "শুন্য দারিদ্র্য" অবস্থায় নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমাদের প্রত্যেকের জন্য দারিদ্র্য রেখা উর্ধ্ব প্রকৃত দৈনিক আয় নিশ্চিত করতে হবে। ধরা যাক আন্তর্জাতিক বিশ্বমান অনুসারে বর্তমানে তার পরিমাণ আমাদের দেশে দেড় ডলার বা দৈনিক প্রায় ১০০ টাকার সমান। তাহলে মাথা পিছু তিনি হাজার টাকা মাসিক আয় হবে নিম্নতম মাসিক আয় যা পরিবারের সকল সদস্যের জন্য আমাদের সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে যদি চাকুরী করেন এবং পরিবারে যদি আরো ২ জন নির্ভরশীল সদস্য থাকেন তাহলে পারিবারিক আয়

হতে হবে (শুধু খাদ্য ভোগের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য) মাসিক ৩০০০×৪=১২০০০ টাকা। এটা আমাদের জন্য এখন মোটেও অবাস্তবায়নযোগ্য রূপকল্প নয়, এটা সম্ভব বাস্তবে। আমরা পোশাক শিল্পে ন্যুনতম মজুরী নির্ধারণ করেছি ৮ হাজার টাকা। স্বামী-স্ত্রী ও দুজন সদস্যের যে পরিবার (যেখানে শুধু পুরুষই কাজ করেন।) তাতে সেখানে দারিদ্র্য রেখা আয় ঘাটতি হবে (১২০০০ টাকা - ৮০০০ টাকা=৪০০০ টাকা মাত্র) আর স্বামী-স্ত্রী দুজনে কাজ করলে খাওয়া খরচ মেটানোর পর পরিবারের হাতে বাড়তি টাকা থাকবে ৪০০০ টাকা মাত্র।

কিন্তু একজন আধুনিক মানুষ শুধু চাল-ডাল-তেল-নুন ইত্যাদি ন্যূনতম খাবার খেয়েই বাঁচতে পারে না। তার দরকার হয় বস্ত্র, দরকার হয় গৃহ, শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকুরী শেষে বৃদ্ধ কালে পেনশন, চাকুরীর নিরাপত্তা, ইত্যাদি। একটু বিনোদন একটু বিশ্রামের জন্য খাট-পালংক-আসবাবপত্র ও পয়ঃপ্রণালীর জন্য সুপেয় পানি, রান্নার জন্য জ্বালানী, রাতে বিদ্যুৎ ইত্যাদিও প্রয়োজন। একজন মানবিক ভোক্তা হিসাবে এসব সামগ্রী ও সেবার উপরেও ব্যক্তির অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। আদিম দারিদ্র রেখা আজ অচল। ঐ আদিম যুগের পর পুরো সময় জুড়ে তাই দারিদ্র্য রেখার আয়কে ক্রমাগত সংস্কার করে উন্নততর করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থনীতির মোট গড় প্রবৃদ্ধির, সংগে সংগে ন্যূনতম আয়ের ধারণাটিও ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে দরিদ্রদের গড় প্রকৃত আয়ের কোন গতিশীল উন্নতি সাধন আইনগত ভাবে করা হয় না। শুধু মাত্র মুদ্রাস্ফীতিকে হিসাবে নিয়ে মাঝে মাঝে টাকার অংক বাড়ানো হয়। ফলে আমরা ধরে নেই যে "ন্যুনতম আয়ই হচ্ছে একটি চরম দারিদ্র্য আয় (Absolute Poverty Income) এবং তা হচ্ছে একটি স্থীর প্রকৃত ন্যুনতম ক্যালরি ভিত্তিক আয়।

যদি উন্নয়নকে দরিদ্র নাগরিকদের জন্য যথার্থ গতিশীল উন্নয়নে পরিণত করতে হয় তাহলে দারিদ্র আয়কেও অন্ততঃ গড় আয়ের সমান হারে বাড়াতে হবে। SDG দলিল অনুসারে (যা বর্তমান সরকারও সই করেছেন) দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধির হার, ধণীদের আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশী হতে হবে যাতে প্রবৃদ্ধির ফলে অসমতা বৃদ্ধি না পায় এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমুলক প্রবৃদ্ধির সূচনা হয়। সরকারের প্রতিনিধিরা অনেকেই আজ কথায় কথায় SDG ও Inclusive Growth এর উপর বক্তৃতা দেন কিন্তু "অসমতা" হ্রাস নিয়ে নীরব থাকেন বা খুব অর্প বলেন। শ্রদ্ধেয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কোথাও কোথাও এ ব্যাপারে বক্তব্য প্রদান শুরু করেছেন মাত্র। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল অসমতা আর বাড়তে দেয়া যাবে না। সর্বশেষ অষ্টম প্ল্যানে বলা হয়েছে "অন্তর্ভুক্তিমূলক" সমাজ গড়তে হবে।

কিন্তু ভোক্তারা এক্ষেত্রে কি চাইতে পারেন? প্রথমতঃ তারা বলতে পারেন 'আমাদের প্রকৃত আয় ও ভোগ এমন ভাবে বাড়াতে হবে যাতে ধণীর সন্তান ও দরিদ্রের সন্তানের মধ্যে যে দৃষ্টিকটু ভোগ পার্থক্য আছে তা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। সেটা করার জন্য দুটো উপায় হাতে আছে। একটি হচ্ছে স্বল্প দামে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ দরিদ্রদের কাছে নিশ্চিত করা। বর্তমানে সরকার Open Market Operation এর মাধ্যমে টি.সি.বি-র ট্রাক দিয়ে সময়ে সময়ে বাজারে

হস্তক্ষেপ করে দরিদ্র ভোক্তাদের জন্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এটাও ঠিক মত করতে হলে অন্ততঃ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্য সমূহের ১৫-২০ শতাংশ সরবরাহ সরকারী গুদামে মজুদ রেখে সময় সময় তা বাজারে সরবরাহ করে দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অথবা ভারতের মত দরিদ্র পরিবারগুলিকে স্বল্প মূল্যে নিয়মিত নিত্য প্রয়োজনীয় পন্যের রেশনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এখন দুঃস্থ গ্রুপগুলিকে সরকার নির্দিষ্ট সময় পর পর খাদ্য সাহায্য দিয়ে থাকেন। তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা কম ও খুবই কম সংখ্যক দরিদ্ররা তা পান। তবে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের পূর্ব শর্ত হচ্ছে "দারিদ্র্য আয়ের" মাত্রাটি সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা। মনে রাখতে হবে আমাদের নাগরিকরা গবাদী পশু নয়, তাদের শুধু খাদ্য চাহিদা নয়, অন্যান্য অনেক মানবিক চাহিদাও আছে। খোদ বিশ্ব ব্যাংকের দারিদ্র্য বিশেষজ্ঞ মার্টিন র‍্যাভিলিয়ন যে "গতিশীল দারিদ্র্য রেখা আয়ের" প্রস্তাব করেছিলেন সেটি আজ আমরা গ্রহণ করতে পারি। যে দারিদ্র্য আয়ের মাত্রা নির্ধারিত হবে গড় আয়ের তুলনায় অর্থাৎ যদি কারো আয় তার সমাজের বা দেশের গড় আয়ের $\frac{১}{৩}$ ভাগের নীচে নেমে যায় তখন সেই আপেক্ষিক ভাবে বঞ্চিত জনগণকে আামাদের দরিদ্র ধরতে হবে। ক্যালরি দিয়ে একটি Fixed Poverty Line Income না মেপে আজ আমরা "অসমতাকে" বিবেচনায় নেয়ার জন্য এ ধরণের Dynamic Relative Poverty Line Income-কে নীতি নির্ধারণের জন্য গ্রহণ করতে পারি। বস্তুতঃ সেটি আজ আমাদের করতেই হবে কারণ SDG লক্ষ্য অনুযায়ী "অসমতা হ্রাস" আজ দুনিয়াব্যাপী স্বীকৃত একটি লক্ষ্য এবং অন্তর্ভুক্তিমুলক প্রবৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি রাষ্ট্র জনগণকে দিয়েছে।

ভোক্তা বান্ধব অর্থনীতির এই নতুন দৃষ্টিভংগীর পাশাপাশি বাজারে যাতে পণ্যের দাম বেড়ে এই ন্যুনতম নমিনাল আয় বৃদ্ধিকে অর্থহীন করে দিতে না পারে সে জন্য আমাদেরকে বাজারে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে, বাজারের সিন্ডিকেট ও মনোপলি ভেংগে দিতে হবে এবং প্রয়োজনে টি.সি.বি-র Open Market Selling এবং Buying এর সময়োচিত ও পর্যাপ্ত উদ্যোগ নিতে হবে। ভোক্তা বান্ধব অর্থনীতিতে এগুলি করতে হবে।

তাছাড়া খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের নিরাপদ ভোগের জন্য দরকার হবে– পণ্যের গুনগত মান সংরক্ষণ। যতদিন মোট চাহিদা অনুযায়ি জাতীয় উৎপাদন ক্ষমতা তৈরী হবে না, বা তা থাকলেও উৎপাদনে তুলনামুলক জাতীয় দক্ষতা নেই, ততদিন আমাদের ঐ পণ্যটি হয়তো আংশিক পরিমানে আমদানী করতে হবে। সেক্ষেত্রে রপ্তানীকে যতটা উৎসাহ দিচ্ছি, আমদানী প্রতিস্থাপনকেও তার সমান বা একটু বেশী উৎসাহ দেয়া বাঞ্ছনীয় হবে। কারণ রপ্তানী করে ১ ডলার বাড়তি আয় এবং আমদানী প্রতিস্থাপন করে ১ ডলার বাঁচানো উভয়ই সমান কথা।

সর্বশেষ বলবো অর্থনীতিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ছাড়া বর্ধিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয় এই যুক্তিতে প্রায়ই ধণীপন্থি অর্থনীতিবিদ্‌গণ "অসমতা" বজায় রাখা বা ধণীদের উপর ট্যাক্স না বসানো, বা তাদের চাকচিক্যময় ব্যয়কে উৎসাহ

প্রদানের সুপারিশ করে থাকেন। আমাদের দেশে উদারনীতিবাদী এসব বক্তব্য প্রধানতঃ বিদেশী পরামর্শক ও তাদের নুন খাওয়া লোকদের কাছ থেকেই বেশী আসে এবং অর্থনীতিবিদ নীতি নির্ধারকরা প্রায়ই না বুঝে এসব সুপারিশ অনুসরণ করে থাকেন। তারা ভুলে যান যে আমাদের দেশে সঞ্চয় হার, ঋণ পরিশোধ হার, সঞ্চয়ের অর্থ বিদেশে পাচার না করে দেশে বিনিয়োগের প্রবণতা ইত্যাদি সবগুলি Indicator -ই ধণীদের তুলনায় দরিদ্রদের বেশী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটা ভালভাবে বুঝতেন। তাই বাকশাল তৈরীর আগে আগে তার বক্তৃতায় বলেছিলেন যে তার বিচারে অশিক্ষিত বৃষক-শ্রমিকরা যত দুর্নীতি করে তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্নীতি করে আমাদের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা। সুতরাং তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বংগবন্ধুর গণমুখী নীতি যদি প্রকৃতই কেউ অনুসরণ করতে চায় তাকে আজ সাধারণ ভোক্তাদের কল্যাণ ও সুষম বন্টনের বিষয়কে বাদ দিলে চলবে না। তাতে উন্নয়নও হবে না, সমতাও হবে না।

ভোক্তা বান্ধব সমাজ

স্বাধীনতার পর পর এদেশে পারমিট লাইসেন্স নিয়ে দুর্নীতি ও জাতীয়করনকৃত কারখানায় দুর্নীতিকে ব্যবহার করে এক নব্য ধনীক শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। তখন অবশ্য দেশে ন্যায্য মূল্যের দোকান ছিল, ছিল রেশনিং এর ব্যবস্থা, ইত্যাদি। কিন্তু বাজারে জিনিষপত্রের সরবরাহ ছিল খুবই কম। আমরা তখন প্রায় ৩০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। হাতে বৈদেশিক মুদ্রাও ছিল না যে খাদ্য আমদানী করবো। ফলে মার্কিনীরা যখন প্রতিশ্রুতি ভংগ করে খাদ্য সাহায্য প্রত্যাহার করে নিল, বাংলাদেশে তখন সেই ১৯৭৪ সালে নেমে এল প্রবল দুর্ভিক্ষ। তবে তখন সমাজের চরিত্র এত নিষ্ঠুর ছিল না। আমরা দেখেছি সামাজিক সহমর্মীতার কিছু অপূর্ব ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। (দেখুন আনিসুর রহ্মান, "যে আগুন জ্বলেছিল"।) তখন সরকারী কর্মচারীদের শীর্ষ পদের অধিকারীরাও আজকের মত গাড়ি-বাড়ি-বিলাস পণ্য ভোগ করার সুযোগ পান নি। সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দর্শন ছিল "Plain Living- High Thinking". বংগবন্ধু অন্ততঃ দলের মধ্যে সেটাই প্রচার করেছিলেন। সেই দুর্ভিক্ষের সময় মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরাও দুটি রুটিই নিজে খেতেন। ছাত্র-যুবকেরা দুর্ভিক্ষের সময় বাড়ি বাড়ি রুটি সংগ্রহ করে লোংগর খানায় আশ্রিত মানুষদের রুটি বিতরনও করতেন। তদানীন্তন ছাত্র নেতারা অনেকেই স্বেচ্ছা শ্রমে নিজেদের নিয়োগ করেছিলেন, জায়গায় জায়গায় কৃষকের পাশেও ছাত্ররা দাঁড়িয়েছিল। সোহ্রোওয়ার্দি উদ্যানে ধান চাষের উদ্যোগও নিয়েছিল তদানীন্তন ডাকসু। সমাজটা তাই আমি বলবো ছিল অনেক বেশী সহমর্মীতার সমাজ। ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাভিত্তিক সমাজ সেবাই ছিল প্রধান। তখন অবশ্য এটা Formal NGO সেবায় রূপান্তরিত হয় নি এবং বিদেশী প্রচুর অর্থ ও এখানে তখন NGO-র হাতে আসে নি। আজ সমাজে দুই অর্থনীতি, দুই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, তিন শিক্ষা ব্যবস্থা, ইত্যাদি চালু হয়ে গেছে। আমাদের সমাজে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা ধনীরা একরকম ও দরিদ্ররা অন্য রকম ভাবে ভোগ করেন। দরিদ্রদের তো এসব ভোগের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। আগে এগুলি যতখানি স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত হোত– এখন তা আর হচ্ছে না। এগুলি এখন

পণ্যে ও ব্যবসায়ী বিনিয়োগে পরিণত হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য বাজারের মতই এখানেও অতি মুনাফা, একচেটিয়া দখল, গুনগত মানের ঘাটতি, নানা ভেজাল, দুর্নীতি ইত্যাদির প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে ভোক্তাদের এবং ভুক্তভোগীদের কাছে ব্যবসায়ী ও সেবা/পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। CAB-কে তার কাজের আওতা শুধু বস্তুগত পণ্যের খাতে সীমাবদ্ধ না রেখে সেবা ও সার্ভিস সেক্টরের খাতেও বিস্তৃত করতে হবে। এখানকার চ্যালেঞ্জগুলো সামাজিক চ্যালেঞ্জ এবং সামাজিক সংগঠনের সামুষ্টিক সহায়তা ছাড়া শুধু ক্যাব একা তার কর্মচারীদের নিয়ে এ কাজটা করতে সক্ষম হবে না।

ক্যাবের তাই বিভিন্ন সামাজিক স্থানীয় সংগঠনের সংগে বিস্তৃত Network ও উষ্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এখানে বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে গরীব মানুষের, কৃষক-শ্রমিক-ক্ষেত মজুরদের সংগঠনগুলোর উপর, তৃণমূলের সংগঠনগুলোর উপর এবং প্রান্তিক অঞ্চলের সংগঠনগুলোর উপর। যোগাযোগ না থাকলে তা গড়ে তুলতে হবে।

ভোক্তা বান্ধব রাজনীতি

রাজনীতির সংগে রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রশ্নটি অঙ্গাংগীকভাবে জাড়িত। শেষ বিচারে রাষ্ট্র ক্ষমতার আবার তিনটি অংশ রয়েছে→ আইন প্রণয়ন সংস্থা বা গণপরিষদ বা সংবিধানিক পরিষদ, নির্বাহী সংস্থা তথা বেসামরিক-সামরিক আমলাতন্ত্র যা নির্বাচিত গণপরিষদের প্রণীত আইন ও নীতিগুলি কার্যকর করবে এবং সর্বশেষে রয়েছে বিচারিক সংস্থাগুলি, যারা আইন ও সাংবিধানিক নীতি লংঘিত হলে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিবেন। এই তিন সংস্থাকে নিজেদের দাবী দাওয়ার ব্যাপারে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করেই ভোক্তারা বিশেষতঃ শতকরা ৯০ ভাগ দরিদ্র, আধা দরিদ্র, নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত ভোক্তারা তাদের ন্যায্য দাবীগুলি আদায় করে নিতে সক্ষম। অনুকুল নীতি প্রণয়ন, তার বাস্তবায়ন এবং নীতি প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে দোষীদের বিচার ও শাস্তি প্রদান এই তিনি ধারাতেই ভোক্তা সমিতিকে কাজ করতে হবে।

সুতরাং CAB কে নিয়মিত সংসদীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের কাছে তাদের দাবী ও প্রত্যাশাগুলি জানানো উচিৎ। রাষ্ট্রের নির্বাহী সংস্থার কাছেও সেগুলি পেশ করা দরকার। এই উভয় জায়গায় কোন সাড়া না পেলে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসাবে CAB আইন আদালতের আশ্রয়ও নিতে পারে। মনে হয় আপাততঃ এইটুকু CAB তার T.O.R. অনুযায়ি অনায়াসেই করতে পারে।

কিন্তু এটুকু পারলেও তার একটা সুদূরপ্রসারী ফলাফল আছে। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ মিডিয়া যদি এসব বিষয়ে Convinced হয়ে CAB এর পক্ষে প্রচারে নামেন এবং যদি ধীরে ধীরে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জনমত তৈরী হয়ে যায় তাহলে CAB এর দাবীগুলি ও প্রত্যাশাগুলি ধীরে ধীরে গন আন্দেলনে পরিনত হতে পারে ও বাস্তবায়নের দিকেও এগিয়ে যেতে পারে। সে জন্য CAB কে আজ নানা ক্ষেত্রে প্রচুর বৌদ্ধিক (Intellectual) হোমওয়ার্ক করতে হবে। পাশাপাশি বহুধরণের শক্তির সংগে সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক রেখে তাদের সমর্থন আদায় করতে হবে। ইস্যুগুলি পরিষ্কার ভাবে

চিহ্নিত করে, প্রতিবন্ধক শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন ও চিহ্নত করে যুক্তিগ্রাহ্য-বাস্তবায়নযোগ্য দাবীসমুহ চিত্তাকর্ষক-ভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

অবশেষে CAB ভেবে দেখতে পারে কিভাবে বর্তমান তথ্য অধিকার কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ভোক্তা বান্ধব তথা যা ক্ষমতাবনদের স্বরূপ উন্মোচন করে দেয় সেরকম তথ্য নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা করা সম্ভব। সেটাতে অবশ্য ঝুঁকি আছে। তবে একটি উদাহরণ দেই-যেমন ধরুন প্রতি মাসে প্রধান প্রধান কৃষি পণ্যের উৎপাদন দাম এবং ভোক্তা দাম কি এবং ঐ দুইয়ের পার্থক্য কারা ভোগ করছে এ ব্যাপারে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান। অথবা একটি তৈরী শার্টের দাম নিউয়ার্কের খুচরা মার্কেটে কত ডলার আর শ্রমিকরা তার কত অংশ পাচ্ছে, বাংগালী মালিকরা কত অংশ পাচ্ছে এবং কতখানি মার্জিন চলে যাচ্ছে ওয়ালমার্ট বা অন্যান্য বাইরের প্রতিষ্ঠোনের পকেটে-সে তথ্যটিও ক্যাব প্রকাশ করতে পারে। এসব ষ্টাডির তথ্য জনমত তৈরীতে সহায়ক হবে এবং যে কোন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের তাতে নাখোশ হওয়ার কোন কারন নেই। ফিন্যান্স পুঁজির বা ব্যাংকগুলির ব্যাপারে ভোক্তা সেবা নিয়ে নানা সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ করে CAB ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী-আমানতধারী ব্যাংকসেবা ভোক্তাদেরও নানা সহায়তা দিতে পারে। নিরন্তব ধৈর্ষ ধরে ধারাবাহিক দীর্ঘমেয়াদী কাজের দ্বারাই CAB কে তার ইপ্সিত সাফল্য অর্জন করতে হবে। সেই কর্তব্য পালনে CAB সফল হোক এই কামনা করে আজ শেষ করছি।